গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারের মৃত্যু:: জেলা ও উপজেলা বিএনপি’র শোক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান আক্তার মৃত্যু রবণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। শুক্রবার ভোর ৫ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আক্তারুজ্জামান আক্তার সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস মালিথার ছেলে।

সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
আক্তারুজ্জামান আক্তারের ভগ্নিপতি শফিউল ইসলাম জানান,আক্তারুজ্জামান আক্তার দীর্ঘদিন যাবত গাংনী পৌর এলাকার ফজলুল হক কিন্ডার গার্ডেনের পাশের একটি বাড়িতে বসবাস করতো। শুক্রবার ভোর ৪ টায় হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করার কারনে অ্যাম্বুলেঞ্চ যোগে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়।

৫ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আক্তারুজ্জামান আক্তার মেজো। মৃত্যুকালে স্ত্রী,দুটি মেয়ে,ভাই,বোন আন্ত্রীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছে গেছেন।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

এ দিকে আর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এ ছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

বৈরুতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী : ফখরুল

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মঙ্গলবার বৈরুতের বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত ও আহতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ঘটনায় অনেকে নিহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মর্মস্পর্শী এ ঘটনায় আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাসে এ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নজির পাওয়া দুষ্কর। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুরো বৈরুত কেঁপে ওঠে, বিভিন্ন ভবনের জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং অনেক ভবনের বেলকোনি ধসে পড়ে। আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। এ ক্রান্তিকালে লেবাননবাসী ও তাদের সরকার যে অসীম ধৈর্য্যধারণ করে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করবে।

লেবাননের সরকার ও জনগণ অতিদ্রুত এ সংকট কাটাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আমি লেবাননের শোকার্ত জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এ মর্মান্তিক বিস্ফোরণে লেবাননবাসীর বেদনার সঙ্গে আমিও সমব্যথী। চারজন বাংলাদেশিসহ যারা ওই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ জন সদস্যসহ চার সহস্রাধিক আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি, যোগ করেন ফখরুল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘সুষ্ঠু’ ভোট হলে আওয়ামী

লীগের পাত্তা থাকবে না: রিজভী

সুষ্ঠু নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তার দাবি– দেশে এখন ‘সুষ্ঠু’ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের পাত্তা থাকবে না।

ঈদ সামনে রেখে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাসের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনকে তারা জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী মার্কা নির্বাচন, হাসিনা মার্কা নির্বাচন; সেই নির্বাচনে ভোটার দরকার পড়েনি, সেই নির্বাচনকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে।’

তিনি বলেন, সে কারণেই দেশে এখন নাগরিক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে তো কথা বলবে। এই যে অন্যায়, অনাচার, এই যে জিকেজি, রিজেন্ট হাসপাতাল, এই যে করোনার জাল সার্টিফিকেট– এগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হবে, রাস্তায় নামবে।

‘সে কারণে গণতান্ত্রিক অধিকার, যে অধিকারের জন্য ছাত্র-জনতা এত রক্ত দিয়েছে, তারা ক্ষমতায় এসে প্রথমেই টার্গেট করে সেই গণতন্ত্রকে’-যোগ করেন রিজভী।

করোনাভাইরাস মহামারীতে ক্ষমতাসীনরাই ‘সুখে আছে’ বলে মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। বলেন, ‘তারা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে ভালো থাকার জন্য। শুনেছি তাদের অনেকেরই কানাডায় বেগমপল্লীতে বাড়ি আছে, কারও নাকি সেকেন্ড হোম মালয়েশিয়ায়। এর মধ্য দিয়ে তারা অত্যন্ত সুখে আছেন।

ক্ষমতাসীন নেতারা বহু টাকা পাচার করেছেন এমন অভিযোগ করে বিএনপির এ নেতা বলেন, গত ১১ বছর ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের অনেকেই অনেক টাকা করেছেন। অনেকে টাকা দেশের বাইরে নিয়ে চলে গেছেন। সেগুলো তো সুখে-শান্তিতে থাকার জন্য।

বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর ‘নিপীড়নের চিত্র’ তুলে ধরে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিএনপি করলে এখন কষ্টের সীমা থাকে না। তার

চাকরি থাকবে না, তার জীবনযাপন থাকবে না, তার কিছুই থাকবে না। সে বাড়িতে থাকতে পারবে না, এলাকায় থাকতে পারবে না, তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারবে না, ঈদের মধ্যেও বাড়িতে যেতে পারবে না। তাকে অসংখ্য মামলা দিয়ে এলাকাছাড়া, গ্রামছাড়া করা হবে।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবুর অকাল মৃত্যুর কথা তুলে ধরে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, কত সংগ্রাম, চড়াই-উতরাই, স্বৈরাচারের কত উৎপীড়ন সহ্য করেছে সে। সেই নেতৃত্বকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। এই যে মৃত্যু, এই যে লাশ, এই যে দাফন– এর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন কাটছে।

জাসাসের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রোকনের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগ দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল খান।

অন্যদের মধ্যে ইয়ুথ বাবু, রফিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম রিপন, মীর সানাউল হক, হাসান চৌধুরী, আরিফুর রহমান মোল্লা, আবদুল হান্নান মাসুম, রফিকুল ইসলাম স্বপন, চৌধুরী আজহার আলী শিবাসানু, মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

এক দশকেও তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি সরকার: মির্জা ফখরুল

দেশে বন্যার জন্য সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেছেন, তিস্তার চুক্তির কথা ফলাও এই সরকার প্রচার করলেও গত এক দশকে সে চুক্তি করতে সক্ষম হয়নি। উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পানিতে নদী অববাহিকার মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষকে আশা দিয়ে এক দশকেও সরকার তিস্তা চুক্তি করতে পারেনি। অথচ একের পর এক ট্রানজিট, বন্দর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ক্রয়সহ অসংখ্য অসম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারত অভিন্ন নদীগুলোর সকল বাঁধ-ব্যারেজের গেট খুলে দেয়ায় উজান থেকে নেমে আসা বন্যার পানিতে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, মহানন্দ, পদ্মা, তিস্তা ও ধরলা নদীর অববাহিকায় ৩৪টি জেলা ইতোমধ্যেই প্লাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েকটি জেলায় এক মাসের মধ্যে ২-৩বার বন্যার পানি উজান থেকে এসে বাড়ি-ঘর, ফসলের ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

‘ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদী ১৫৪টি। একমাত্র পদ্মার ফারাক্কা বাঁধ ব্যতীত কোনটারই কোনো পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের অনীহার কারণে সম্পূর্ণ হয়নি’।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, একদিকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের চরম ব্যর্থতা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে উজানে ভারত থেকে বন্যার পানি নেমে আসায় সম্পদহানি, বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু, ফসলহানি দেশের মানুষকে সীমাহীন কষ্ট ও অর্থনৈতিক অসহায়ত্বের মধ্যে ফেলেছে।

সূত্র- যুগান্তর

তরুণদের রাজনীতিতে টানছে বিএনপি

বিএনপির রাজনীতিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে দলটির হাইকমান্ড। এজন্য একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তাদের কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ দেয়া হবে। এদের অধিকাংশই কেন্দ্রীয় নেতাদের ছেলেমেয়ে। এছাড়া আছেন ছাত্রদল, যুবদলসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক নেতারা। বিএনপির

নীতিনির্ধারকরা জানান, দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অগ্রভাগে থাকেন তরুণরা।

চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াও একাধিকবার দলীয় অনুষ্ঠানে তরুণদের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। তাদের নিয়ে আশার কথাও বলেছেন। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই পরিকল্পনা। জানতে চাইলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, তরুণরা যেভাবে উৎসাহ নিয়ে বিএনপির দিকে ঝুঁকছে, তারা তো নেতৃত্বে আসবেই। যেহেতু এখন থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে দলের সব কমিটি হবে, নেতৃত্বে তারাই উঠে আসবে। আমরা ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও দু’জন তরুণ মেয়র প্রার্থী দিয়েছিলাম।

তিনি বলেন, ‘কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সবকিছুর অগ্রভাগে আমাদের তরুণরা। এর জন্য আমাদের চার্টারও থাকবে। চার্টারে তারা কমিটিতে আসলে দল ও সমাজের জন্য কি করবে সবকিছু থাকবে।’

বিএনপি সূত্র জানায়, ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন থেকেই তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে আসছে দলটি। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৫ জনের মতো তরুণ নেতাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। এর মধ্যে ১৭ জন এমপির পাশাপাশি কয়েকজন মন্ত্রীও হন। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। দলের চরম দুর্দিনেও ওই নির্বাচনে শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, আবুল খায়ের ভূঁইয়ার মতো তরুণ নেতা এমপি নির্বাচিত হন। অবশ্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি। তবে একাদশ সংসদ নির্বাচনে অন্তত ৪০ তরুণ নেতা মনোনয়ন পান। দলের ৫০২ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতেও ঠাঁই পান একঝাঁক তরুণ।

সূত্র আরও জানায়, বিএনপির রাজনীতিতে যেসব তরুণকে আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের সন্তানরা, যারা উচ্চশিক্ষিত। দলে ইতোমধ্যে তাদের বেশ কয়েকজন সক্রিয়ও আছেন। বাকিদেরও সক্রিয় করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছেলে খন্দকার মারুফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত তরিকুল ইসলামের ছেলে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, ব্রিগেডিয়ার জে. (অব.) আ স ম হান্নান শাহের ছেলে শাহ রিয়াজুল হান্নান, মির্জা আব্বাসের ছেলে মির্জা আযান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের পুত্রবধূ অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী, আমীর খসরু

হয়েছে, সেভাবে রাজনীতি করতে পারছেন না। তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় নেতাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে আনা হচ্ছে। অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক নেতাদেরও কেন্দ্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে পদ দেয়া হবে। তাদের নামের তালিকা নিয়ে কাজ চলছে। তারা বলেন, যাদের রাজনীতিতে আনা হচ্ছে তারা উচ্চশিক্ষিত ও স্মার্ট। অনেকে ইতোমধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দলের হাইকমান্ডসহ নীতিনির্ধারকদের মন জয় করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক

অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার

লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার

ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

চলে গেলেন বিএনপির সাবেক এমপি আশরাফ

বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও খুলনা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আশরাফ হোসেন (৮০) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শুক্রবার দিনগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

মো. আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন তিনি।

আশরাফের ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মী একেএম মোশফেকুস সালেহীন পাইলট সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ২৫ দিন আগে মো. আশরাফকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ক্যানসার ও হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে সম্প্রতি সময়ে তার হার্টের সমস্যা বেশি হচ্ছিল। শুক্রবার রাতে অবস্থার অবনতি হলে একপর্যায়ে তিনি মারা যান।

সূত্রে জানা গেছে, বাদ জোহর রাজধানীর নিকুঞ্জ-২ জামে মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে কুমিল্লায় বাবা-মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে।

প্রসঙ্গত খুলনা-৩ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে চারবার নির্বাচিত হয়েছেন মো. আশরাফ। এ ছাড়া তিনি দলটিতে একসময়ে যুগ্ম মহাসচিব পদেও ছিলেন।

শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় খুলনা জুট ওয়ার্কার্স ইনস্টিটিউটের সভাপতিও হয়েছিলেন। ওয়ান-ইলেভেনের সময় সংস্কারপন্থী হওয়ার অভিযোগ থাকায় বিএনপির সঙ্গে সম্প্রতি তার সম্পৃক্ততা ছিল না বলে সূত্রে জানা গেছে। সূত্র-যুগান্তর

সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারি হাসপাতালগুলো নরকে পরিণত হয়েছে। আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে এমনভাবে বিল ওঠানো হয় যে মানুষ বেঁচে থাকলেও মরার মতো অবস্থা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘একটা পাপুলকে কুয়েতে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও কত পাপুল যে তৈরি হয়েছে সেটা বলা মুশকিল। দুঃশাসনের মধ্যেই এগুলো তৈরি হবে, পাপুলরা এমপি হবে। তাদের পক্ষে রাস্তা থাকবে। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি বেষ্টনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ বাস করছে। এই বেষ্টনী ভাঙতে হবে।

রিজভী বলেন, ‘আজ টিউশন ফি বাতিলের দাবি উঠেছে। এমনিতেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না, তার উপরে টিউশন ফি

পুরোপুরি দিতে হবে, তার জন্য অভিভাবকরা টিউশন ফি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সরকার কর্ণপাত করছেন না। আর যদি মেগা প্রজেক্ট তাড়াতাড়ি করার দাবি উঠতো তাহলে তারা খুব দ্রুত কর্ণপাত করতো।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেলের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে দক্ষিণ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, তাঁতী দলের যুগ্ম-আহ্বয়ক ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, স্বেচ্ছাসেবক দল উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন